প্রকাশক
সৈয়দ রাজা হুসাইন

সব্যসাচী
১ গোবিন্দ দত্ত লেন
লক্ষ্মীবাজার ঢাকা ১

মুদ্রক
শানীম প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১২ ফোল্ডার স্ট্রীট ঢাকা ৩

প্রচ্ছদ
কবির হস্তলিপি

উৎসর্গ

হাসান হাফিজুর রহমান

বহুদিন থেকে আমি লিখছি কবিতা,
বহুদিন থেকে আমি লিখি না কবিতা;
অথবা এই কি সত্য কোনদিন আমি
লিখিনি কবিতা পূর্বে, পরে, বর্তমানে?
তাহলে একে কি বলি? এই যা লিখেছি
শোকগ্রস্ত জননীর মতো?—বাক্যরোলে
শাসন বারণ নেই, কি তবে এগুলো?
কখনো পয়ার ছন্দে, কখনো ছড়ায়,
উচ্চকিত, দ্রুত, লঘু মন্থর, চিত্রল,
কখনো অমর্ত্য গদ্যে, বলব কি তাকে?
সঙ্গীতবাহন চিত্র? প্রলাপ, প্রলাপ?

বুঝি না অক্ষরগুলো বলতে কি চায়?
কেন তারা বেজে ওঠে চরণে চরণে?
মৃত্যুকে পায় না ভয়, জীবনও যাচে না।
গড়ায় এ ওর গায়ে, লাফিয়ে পালায়,
মেঘের ফাটল থেকে চাঁদ হয়ে ঝরে।
তবে কি কবিতা উজ্জ্বল তরল বিষ
যাকে করি ভয়? সুনীল ভঙ্গুর স্টেজে
অমরা নর্তকী, উপস্থে জ্বালায় শিখা,
জ্যামিতি-সংসার পোড়ে কাছে এলে তার?
নাকি ওরা ক্ষমাহীন সমুদ্রের ফেনা,
টারা টাক্ টাক্ টাক্ চন্দ্রমা-গাজনে
ধেয়ে আসে উপকূলে অমল সিপাহী?
লবণে আক্রান্ত হয় দুর্গের কবাট?
কবিতা কি আপন-ভাষণ? দুই হাতে
মাইকের মুখ সবলে আঁকড়ে ধরে

শূন্য সভাঘরে, শরীরে ভীষণ জ্বর
কিন্তু রোম পুড়ছে কোথাও, যা বলার
বলা তাই অসমাপ্ত বাক্যে, অনুপ্রাসে ?
অস্তিত্বের চক্রে চক্রে অর্থের সন্ধান ?

বহুদিন থেকে আমি লিখি না কবিতা।
অধুনা তাদের দেখি চিত্রিত মুখোশে
জ্বলন্ত বর্ণের জামা পাজামা জুতোয়
হেঁটে আসে রেস্তোরাঁয়, পার্কে, পত্রিকায়,
ফ্ল্যাটের বিবরে। সম্প্রতি যুবক যারা
চাষ করে নিঃসঙ্গতা, যন্ত্রণার তিসি,
কবিতা তাদের ঘরে যে যেমন সাজে—
কাসান্দ্রা, রোমেল, জিন্না, যাত্রার বিবেক।

আমারও কি তাই ছিল ? শূন্য পরিণামে ?
ব্যক্তিগত পর্দার বুনন পেনেলোপি
করেছিলো। এই কুড়ি বৎসরের পরে
আমি কি বলতে পারি বলতে যা চাই ?
বলেছি কি ? আমার কবিতা বিবেকের
কণ্ঠ হয় ? অবিনাশী সখা ? দীননাথ
স্বর্গীয় মন্ত্রীকে বলে, 'বিচ্ছুরিত হয়
এত আলো, দ্যাখো দ্যাখো, কোন সূর্য থেকে ?'
আমার কবিতা নিষ্ঠুর শীতের রাতে
অন্ধকার পটে গ্রীষ্মের সুতোয় বোনে
পর্দা ঝলমলে ?

যখন একাকী থাকি,
সন্তর্পণে খুলি আমার পুরনো বই,
যখন ভিখিরি নামে নিভন্ত তন্দুরে
রাতে, নীচের দেরাজে এখনো সযত্নে,
যখন রাজত্ব শুধু কোমল জলের।
মধ্যরাতে শব্দ তুলে যায় দ্রুতযান,
স্মৃতিগণ আসে তারই মতো হুহু করে—

রেস্তোরাঁ, পত্রিকা, কফি, সিগারেট, ছবি,
তার গলা টেলিফোনে, কড়া শাদা জামা,
দুপুরে হঠাৎ জলে নামবার সাধ,
সতর্ক দোকান থেকে চুরি করে আনা
কোনো কবিতার বই, আপন মৈথুন,
পকেটে কবিতা যেটা দুপুরে লিখেছি।
সন্ধ্যার অঙ্গারে লাল এখনো তন্দুর।
এমন বিশ্বাস ছিল শুধু কবিতায়
প্রথমে করব জয় সুরূপা, বিরূপা;
তারপর পরিবার, যারা রোজ বলে,
'কবিতার সরোবরে ফোটে অনাহার,
ছেঁড়া চটি, সস্তা মদ, আসক্তি বেশ্যায়';
তারপর বাংলাদেশ, এশিয়া, আফ্রিকা;
ফর্মায় ফর্মায় ক্রমে বেড়ে উঠে হবে
কবিতার সংকলন খদ্দরে বাঁধানো,
যে কোনো ঋতুতে আর যে কোনো উৎসবে
পাটভাঙা পাঞ্জাবীতে লম্বমান যুবা
পড়বে সে বই থেকে. বাংলার তারিখে
আমার জন্মের দিন হবে লাল ছুটি।

কি করেছি আমি সেই দিনগুলো নিয়ে ?
চকচকে ধাতুখণ্ড মুদ্রাশালা থেকে
জ্যাজের ঝনৎকারে যখন বেরুতো ?
এখন সেসব দিন বিনষ্ট, স্বর্গত ?

ইস্টিশানে আমি একা দাঁড়িয়েছিলাম।
চলে গেছে বেলা তিনটের গাড়ী। দূরে
রঙীন রুমাল লাল শিমুলের গাছে।
ঝপঝপ বন্ধ হয় ঝাঁপ। মালবাবু
বাড়ী চলে। কে যেন কোথায় সারাদিন
গলা সাধে হার্মোনিয়মে—আমি তাকে
কখনো দেখিনি, কেবল ভেবেছি তার
পা দুটি পাখীর মতো খুব শাদা হবে,

কপালে কাজল ফোঁটা। গানের মাস্টার,
প্রতিবেশী তিনি আমাদের, ছাতা হাতে
রোজ হেঁটে হেটে আমের বাগান দিয়ে
চলে যান কোন্ কল্পলোকে। শাদা চুল
বুড়ো কবিরাজ বাসকের ছাল খুঁজে
বড় ক্লান্ত, নিমীলিত দু'চোখে দাঁড়ান
গাঁজার দোকানে, বলেন, 'বাড়ী যাও তো
খোকা।' জল পড়ে অবিরল, কোন্ দুষ্টু
খুলেছে যে কল। ডাকে কোথাও কোকিল।
কে যেন দুয়ারে এসে রাতে কড়া নাড়ে,
বাতাসে কাঁপন লাগে—'ডাক্তার সাহেব।'
লণ্ঠনের আলোয় পিতা পরে নেন কোট
ত্রস্ত হাতে, মা আমার কাছে কাছে বাতি
নিয়ে নিঃশব্দে দেখেন তাঁকে, আর আমি
দেখি আলোর সুতোয় ঝোলে অতিকায়
ছায়ার মুখোশ। বাইরে অস্থির ঘোড়া
ঘাড় নাড়ে, খুরে খুরে টুপটাপ করে।
ওষুধের বাক্স আর বুকদেখা নল
হাতে ঘোড়ায় আসীন তিনি চলে যান,
ফেরেন প্রকাণ্ড এক তরমুজ আর
প্রশান্ত হাসির আলো সাথে নিয়ে ভোরে।
একান্তে বলেন মাকে, 'ছেলে চেয়েছিল,
মেয়ে হলো, শেষরাতে, আজানের আগে।'
সেও কি সাধবে গলা হার্মোনিয়মে?
পেয়ারায় দাঁত রেখে গাল পেতে সেও
শুনবে সখীর কাছে লজ্জা বাসরের?
হা হা করে হাসে গোরা চৌরাস্তায়। তারা
থামিয়ে যুদ্ধের জীপ, হাতে উল্কি, বলে,
'হেই বয়, ঝিক ঝিক তুমকো মালুম?'
সারাদিন ইষ্টিশানে ট্রেন পড়ে পড়ে
পল্টুর দাদুর মতো ঝিমোয় রোদ্দুরে।
হলদে দাঁত জাপানীরা এলে এতে করে
পালাবে শহর। তবে যেতাম রংপুর

যেখানে বদলি হয়ে গেছে দেবদাস
ও বছর বাবামার সাথে, দিয়ে গেছে
কলের লাটিম। সে লাটিম ঘোরে আজো।
ত্রিকালের পথে পথে পাগলা মেহের।
হাসির প্রলয়ে কাঁপে ঘরদোর ভিত,
যন্ত্রের ঘর্ঘর দেয় উগ্‌রে বনাত,
স্বপ্নকে চকিত করে, বাস্তব বিনাশ,
দার্জিলিং মেল ছোটে এক অন্ধকার
থেকে আরো গাঢ় অন্ধকারে তীব্র সিটি
বাজিয়ে সে ত্রিশূলের মতো। আমি সেই
গিরি-মরুভূমি-সাগর-কান্তার-ভাংগা
ত্রিশূলের ঝনঝনা ধরি এ শরীরে,
ঝুলি শূন্যমার্গে নিত্য ধবল রশিতে।
গালবাদ্য করি সুরা পেটে গেলে পর,
বেশ্যাকে বসাই কোলে। বলে সে হঠাৎ,
'মিয়াভাই কি জিগান হাবিজাবি, বাতি
নিবাইয়া দেই, না, বাতি থাকব কন।
আমার ব্যারাম নাই, নিশ্চিন্তে করেন।'
'আমি তো অসুস্থ। দুঃখের শিলায় চাপা
হলুদ হৃদয়। কিন্তু তুমি জানো প্রেম।'—
বলেছিল, যাকে আমি বিপুল যৌবনে
সমস্ত কাজের কেন্দ্রে রেখেছি একদা।
ছিল তার অবিকল কেন্দ্রের স্বভাব।
প্রচন্ড ঘূর্ণিতে টুকরো টুকরো করে
অকস্মাৎ ছুঁড়ে দেয়, দিত অংশগুলো,
মহাশূন্যে ইস্কুরুপ, মিটার, বনাত।

ফেরা তো সহজ নয়। ফিরতে কে পারে ?
'চলা, শুধু চলা। চলাই যেহেতু সার
অতএব চলা। ফলের করি না আশা,
বৈরী এ মাটীতে যাই রক্তবীজ রেখে।
সেই বীজ থেকে বীজ, নতুন ক্রমশঃ
হয় পুরাতন, পুরাতন থেকে আসে

নতুন, বিস্ময়।'—এইতো শিখেছি আমি
গত শত প্রজ্ঞাশীল আত্মার নিকটে,
আমার পিতার কাছে, বাঁশের ফলকে—
উদ্ধত কৌণিক কালো অক্ষরগুলোর
মন্দ্র উচ্চারণে। কিন্তু সে কেমন চলা ?—
সম্মুখে ? দক্ষিণে ? বামে ? দক্ষিণের বামে ?
বামের দক্ষিণে ? বাম-বাম-দক্ষিণে কি ?
কিংবা দক্ষিণ-দক্ষিণ-বামে ? কোনদিকে ?

সরল রৈখিক নীল কঠিন ইস্পাত
হয়ত নোয়াতে পারো। কিন্তু কাব্যের
সাথে নদীর তুলনা কেউ কেউ দিয়ে
থাকলেও আসলে সে স্বপ্ন-ভাগিরথী
শরীরে ধরে না জল। তরল হীরক
প্রতিভার সরোবর থেকে কলকণ্ঠে
নেমে আসে পিঙ্গল জটায়, পৃথিবীকে
শস্যের সংবাদ দিয়ে অন্তর্গত হয়
লোকে লোকে স্মৃতির সাগরে। একাডেমি,
বিশ্ববিদ্যালয়ে, ত্রৈমাসিক পত্রে, গিল্‌ডে,
খদ্দরের জামার ভেল্‌কিতে কবিতার
তারা কি করবে ? বানরের হাড় ওঠে
নড়ে চড়ে, মাংস লাগে, প্রাণ ফিরে পায়।
যে পারে সে পারে। উজ্জ্বল অক্ষর ফোটে
নক্ষত্রের মতো দুঃখের অমাবস্যায়।
অন্ধকার বড় ভয় করত আমার।
পিতা বলতেন, 'যা কিছু প্রোজ্জ্বল সব
আসে অন্ধকার থেকে।' আরো বলতেন,
'আলোর অভাব মানে অন্ধকার নয়,
অন্ধকার তার সুনিশ্চিত সম্ভাবনা।'
কৃষ্ণের কল্পনা কেন ওরকম হলো ?
কেন সেই ভয়াল দেবীর আবির্ভাব
একমাত্র বাংলায় ? বাংলার শোকে দুঃখে
কেন সেই মার কথা মনে পড়ে যায় ?

কালবৈশাখীর স্তরে স্তরে কালোঙ্গল.
কেন ? কেন কালা নাম হলো প্রেমিকার ?
কেন কালোচোখে নিয়ত বিস্মিত হয়
জীবনের শোক, সাধ, আশা আর ভয় ?
কেন গলুয়ের কালো কাঠে চোখ নাচে
দুরন্ত পদ্মায় ? বাঘের সুবর্ণ পিঠে
কৃষ্ণ কেন সমারূঢ় ? বাংলার পটুয়া
বিপরীত সমাহারে বলতে কি চায় ?
অন্ধকারে অঘ্রাণের শীতে শুয়ে থেকে
জনকের কণ্ঠ শুনি, যেন মধ্যদিনে
আশু জাগরিত কিশোর চরের সাথে
কথা বলছেন জগন্নাথ দিনমণি
অগ্নির ভাষায়। 'অন্ধকার অন্ধকার
নয়।' তৎক্ষণাৎ স্পন্দমান হলো রাত।
মনে হলো অলৌকিক সঙ্গীতের স্রোতে
গড়াবে নুড়ির মতো চেতনা আমার।
যেন তিনি কতিপয় বীজ রাখলেন
সদ্য জাগা চরে। শষ্যে ভরে গেলো মাটি।
কত বর্ষায় বিপন্ন, কত বন্যা ঝড়,
কত না জলের ভেটো, তবু অবিচল ;
ইয়ারের কফিখানা. গর্ভে লাল ফুল
হয়ে উঠে নিজেকে সে বাঁচিয়ে রেখেছে।

অথবা রাখতে চায়, সত্য এই বটে।
কি হলো, কি হচ্ছে তার চেয়ে মূল্যবান
ইচ্ছার বিভাস। পরিণামে যাই হোক—
বিভূতি বা সোনা। জানি, ইচ্ছাই সম্রাট।
প্রতিকৃতি আঁকা তার স্বর্ণমুদ্রাগুলো
আমরা সঞ্চয় করি, তারি বিনিময়ে
কিনে নিতে কবে সেই বেরিয়েছি হাটে
বিভিন্ন স্বপ্নের পণ্য—যেমন কবিতা,
গান, ভালোবাসা, গণতন্ত্র, দুঃখ আর
সংসার ইত্যাদি।

আমারও সংসার হবে—
শিল্পের সংসার। চন্দ্রাবতী হবে বোন,
কালিঘাটে আত্মীয় আমার। আমি জানি
মনসার ক্রোধ মানে মানুষের জয়,
চাঁদ রাজা হার মানে। লৌহ বাসরের
কালছিদ্রে চোখ রেখে আমি কালরাতে
পূর্ণিমা ধবল দেহে আজো জেগে থাকি।
পাবনার নদীঘেরা গাঁয়ে বোম্বেটের
অকস্মাৎ হানা, বস্ত্রহরণের রাতে
আমি বিচিত্র বীর্যের গূঢ় রসায়ন
প্রত্যক্ষ করেছি। সেই আমি মুলারুজে,
মোপাসাঁসে কত রাত বন্ধুদের সাথে
শিল্পের বিস্ময় ছেঁকে সুরাপাত্রগুলো
অবিরাম পূর্ণ করে উজাড় করেছি।
বাসায় ফিরি না। ঘরে আরশোলা উই
নড়বড়ে চৌকি, চিঠি, স্বর্গত পিতার
ছবি ফলাহার করে। বারান্দায় ভাই
কাউন্ট ডাউন করে হিপে হাত রেখে
কখন ধ্বসবে ছাদ, পড়বে দেয়াল।
রোদ্দুরে কীর্তন ধ্বনি, ক্লেদজ কুসুম
একহাতে, অন্যহাতে সোনার তরীতে
হাল ধরে নিরুদ্দেশে যাই, বেয়ে যাই।
আমার চিন্তায় ফোটে ধীরে ধীরে ফুল
শ্রমের স্বেদের মতো। কবিতার বই
সন্ধ্যায় দপ্তরী এনে রেখে যায় ঘরে।
সাত বছরের শেষে তিনশ বিকোয়,
উপহার খাতে দু'শ। দুপুরে একেলা
আমি জলে ভাসি নৌকোয় বুড়ীগঙ্গায়,
নিজেকে সে বই থেকে কবিতা শোনাই।
নীচে জল ছল ছল প্রতিভার তীরে
মৃদুকর হানে, জ্বলে ক্রুদ্ধ দিবাকর
মাথার ওপরে। আমি বয়ে চলে যাই।
ইচ্ছার স্ফটিক থামে হাত রেখে একা

অনিন্দ্য-সুন্দর কোনো কিশোর দাঁড়িয়ে,
বিধ্বস্ত ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট, তাকে
জলমগ্ন মাছ মনে হয়। মনে পড়ে
শাদাপেট মেয়েটাকে, যাকে মনে করে
হামামে মিথুন করি। যাকে মনে করে
রসাতলগামী দ্রুত আঙ্গিকে ভাষায়
লিখি তাড়া তাড়া নোট। ভালো হতো, যদি
আমি সেই কিশোরের মতো সারারাত
রাস্তায় রাস্তায় গাঢ় আমার ছায়ায়
টেনে নিতে পারতাম চুল্লির আঁধার।
সেই হতো কবিতা আমার। ব্যক্তিগত,
পরিণামে শকুনের খাদ্য তা হতো না।
যে লবণে ক্ষয়ে যায় দুর্গের কবাট
জীবনের নষ্টমাংসে ছড়িয়ে তা নিলে
হয়ত সুস্বাদু হতো শোক পরাজয়।
বেশ্যার ভাঁড়ার থেকে ধার করে বীজ
স্ফীত নষ্ট দুধনীল শিশ্নের প্রদেশে
কেন্দ্রীভূত হতো তবে বাঁচার প্রস্তাব।
কিন্তু আমি ভূতগ্রস্ত লিখে যাই আজো
বাতিল খামের পিঠে, কিংবা মনে মনে,
ঘরে ফিরে বাঁধানো খাতায়, রেস্তোরাঁয়
হঠাৎ আউরে উঠে পংক্তি সদ্যোজাত
উন্মাদ সাব্যস্ত হই, অবিরাম লিখি।
আর দেখি, কিছুতেই আসে না যায় না
কিছু, যেমন সমস্ত ছিল, অবিকল
তাই আছে। ফিরে আসে বাংলায় বিদ্রোহ
নিয়মিত বছরে বছরে। যায় লোক
সস্ত্রীক শ্বশুর বাড়ী ঈদের ছুটিতে।
সিনেমার জুটি ভাঙে গড়ে। কারো কারো
বাড়ী গাড়ী হয়। আমেরিকা ইয়োরোপে
ছোটে ছাত্র, অধ্যাপক; ছাপা হয় ছবি;
ইলিশের গন্ধে আজো ডুবে যায় কত
ঝাঁঝালো বিক্ষোভ, অশ্রু, দুঃখ, পরাজয়।

মানুষেরা বেঁচে থাকে, বংশে বংশে যায়
বাঁচার বরাত দিয়ে কাফনে লোবানে।
সুরাপাত্রে শয়তান ভাসে। বই লেখে
রমণীমোহন। অবিকল, অবিকল
সব। তবু লিখি, লিখে যাই, সম্ভবতঃ
এই কি কারণ—আঠারো বছর ধরে
যা শিখেছি তা সহজে ভোলা তো যায় না
অথবা চল্লিশ আর বেশী দূরে নয়,
বস্তুতঃ সম্ভব নয় এখন নতুন
কোনো বিদ্যার সাধনা। কপাল প্রশস্ত
হচ্ছে, পাকস্থলী উদারতা দেখায় না
আর, শিথিল শিশ্নের শিরা। সাহিত্য ও
সুরায় বেশ্যায়, এমনকি সুহৃদের
স্ত্রীর প্রতি তার জ্যেষ্ঠ্য পুত্রের আগ্রহ
যে সমান, সেই সংবাদ সংগ্রহ করে
পিতা তো আগেই গত; গৃহিণী উদাস।
দেখা হলে তরুণেরা কুশল শুধায়।
শেষরাতে টুপটাপ খুরে দু'টি ঘোড়া
বুড়ো লাশ টেনে নিয়ে যায়। পরিমল,
প্রশান্ত, শ্যামল, মকবুল, দেবদাস
আবার আমার ডাকনাম ধরে ডাকে
হঠাৎ আঁধারে। এ বয়সে আর কোন
নতুন দেবীর পূজা অন্তত সাজে না।
উপমা ভোলায় ঘুম, চিত্রকল্প নেশা;
শব্দ হয় সদ্য দেখা মেয়েটার মতো,
তার সাথে অন্ধকারে লম্বমান হই,
ঠোঁট চুষি, শিহরাই, ত্বকে লোমকূপে
রকেট নিলীমা ছেঁড়ে। আজো লিখে যাই।

জলমগ্ন মাছের উপমা ফিরে ফিরে
আসে বারবার। দালান দম্পতি, বীর
সব কিছু সাত রশি কালোজলে ডুবে;
জ্বলে নেভে হলদে লাল নীল বিজ্ঞাপন;

শহরের শব্দহীন অট্টহাস্য যেন
পদ্মার ইলিশমারা জাল হয়ে ঘোরে।
টাকার ঝনৎকার চারদিকে শুনি।
ঠাঠা রোদে মেম ফুটপাথে, প্রতিদিন
মেয়েদের পাজামার ছাঁট বদলায়,
উদ্‌যাপিত হয় জন্ম রবীন্দ্রনাথের,
পৈতৃক তন্দুরে সেঁকে আবদুল্লা রুটি।
যদি কেউ যাবেন তো, শনিবার রাতে
নিয়ে যাবো চেনা কোনো বাড়ীতে আমার।
সম্প্রতি আমার চিঁড়ে এ সবে ভেজে না,
তাই আমি বারান্দায় থাকব এবং
মহেশ্বর তামাকের ধোঁয়ার ধোঁয়ায়
স্বপ্নের তালুকে যাবো, আর গাঢ় চোখে
দেখব বিরাট রুই যেন উরুগুলো
হলঘরে কিলবিল করে ঝাঁকি নাচে।
'ইউ আর হোপলেস স্যার। দশ টাকা
কম আর বেশী, না হয় দশটা টাকা
বেশিই দিতেন। তবু সস্তা! এই দামে
বলুন তো ভদ্রযোনি কোথায় পেতেন?'
প্রাক্তন বিপ্লবী নেতা, সেও এই ভীড়ে;
যে আমার কবিতায় দেশপ্রেম খুঁজে
বিরক্ত হতাশ, বলে, 'ফাক হিম বয়।'
সেও আসে খোঁজে ফাক। আসে সেই লোক
সমস্ত শরীরে যার শিশ্ন কোটি কোটি,
লেখে এডিটোরিয়াল, ঘন ঘন যায়
বাথরুমে; দেখবেন, সবই দেখবেন—
কি করে লোমশ কার হাতে ছিঁড়ে যায়
ইতস্ততঃ আশার বোতাম। এ শহর
শব্দহীন হা হা করে হাসে সারারাত।
জলমগ্ন মৃতমাছ। সাত রশি জল।
ভোলানাথ তামাকের গুণে কে বলবে
এ রকম মনে হয় কিনা। সিগারেট
রোল যেন ক্ষিপ্র হাতে কবিতা বানাই।

জলমগ্ন সব, আমি ব্যতিক্রম নই।

কিন্তু চাই ব্যতিক্রম কখনো কখনো।
সম্মিলনে জীবনের জয়, ব্যতিক্রমী
পতাকাবাহক। যারা অগণিত কালো
পিঁপড়ের মতো দুর্গের দেয়াল বেয়ে
একদা রাত্রিতে বৃষ্টির প্রবল ধারা
হয়ে গিয়েছিল, তারা ফিরেছে সবাই—
কেউ কেউ ফেরে নাই শুধু। সমাধিতে
হয় নাই ঠাঁই, লেখা হয়নি ফলক।
নক্ষত্রের বিজ্ঞাপনে নামগুলো জ্বলে।
তাই হয় অমাবস্যা অপহৃত, তাই
ভাঁবুতে ভাঁবুতে জ্বলে সতেজ উনোন,
নবীর জিহ্বার মতো রুটিকে দেখায়।
তাই টেলিমেকাসেরা দিনে দিনে বাড়ে
এবং দিগন্তে চোখ অপলক রাখে।
আমার পিতার কাছে যে কোনো প্রশ্নের
উত্তর থাকত আর বর্তমানে আমি
প্রশ্নের বুঝি না ভাষা, গ্রীক মনে হয়
ঘটনা, দর্শন, গতি, কার্য ও কারণ।
কি সহজে গিরিবাজ পায়রাগুলোকে
উড়িয়ে দিতেন তিনি নির্মেঘ আকাশে—
বিদ্যুৎ ধবল চক্র একে একে ওরা
সঠিক আসত ফিরে তাঁর হাতে। আর
আমার আঙুল থেকে ক্রমাগত দেখি
ঝরছে অনবরত চেতনার ফুল।
উড়ে যায় বিনা কালবৈশাখীতে তারা
স্মৃতির স্বদেশ থেকে, ফেরে নাতো আর।
বাগান ক্রমশঃ শূন্য, বীজের অভাব
অনুভূত হয় সত্য, জানি না সন্ধান।
বেগানা রাস্তায় স্মৃতির সিনেমা হলে
পিতাকে যখন দেখি নত সেজদায়,
কাফনের ঘ্রাণ পাই। প্রশান্ত, শ্যামল

ডাকে। আবার পুড়তে থাকে মাঝিপাড়া
কুড়িগ্রামে দাঁড়ায় যুদ্ধের জীপ। ভোরে
পরিমল পালায় ভারতে। দুর্যোধন
কাড়ে সিংহাসন। বেশ্যার যোনিতে খুঁড়ি
সুড়ঙ্গ স্বর্গের। প্রশ্নের উত্তর ছিল
তাঁর কাছে, আর আমি প্রশ্নই বুঝি না।
মরুতে আমার স্বপ্ন পায় না মিনার;
পিতার প্রতীকরূপে চোদ্দশ বছর
ধরে অবিরাম উত্তপ্ত বালুতে আমি
হেঁটে হেঁটে যেতে তাকে দেখি না কখনো।
এমনকি ধনুকের ছিলা খুলে, রথে,
একহাতে মাথা রেখে অবসন্ন শোকে
শুনি না মেঘের কণ্ঠ। আমার শহর
ঘরে ঘরে নিভিয়েছে বাতি। তদুপরি
রাস্তার ফলকগুলো দুর্জ্ঞেয় কারণে
কাদালেপা। নামচিহ্নহীন অলিগলি
রাজপথ অবিকল বিশুষ্ক অন্ত্রের
মতো আশার জঠরে পাকে পাকে নামে।
'এতরাতে ফিরবে কি করে? সাথে যাবো?'
'দরকার নেই।' কবে সে বলেছে আজও
কণ্ঠস্বর ফিরে ফিরে আসে। পরাজয়ে
ক্ষণে ক্ষণে বাজে। ক্ষণজয়ে আমাকে সে
বিভূতি মাখায়। সাথে যাব? যাব সাথে?
'এই ফুল পছন্দ তোমার? নিতে পারো।'
'আমি ফুল ভালোই বাসি না।' কি আশ্চর্য
ভালোবাসে কে না?

চুলে গুঁজে কৃষ্ণচূড়া
লালপেড়ে তাঁতশাড়ী পরে দলে দলে
প্রাঙ্গণে সংগীত করো। কই, তোমাদের
পা দু'টি পাখীর মতো শাদা তো দেখি না?
শ্যামলের বোন আত্মহত্যা করে কোন্
দুঃখে দূর কুড়িগ্রামে—আজো, রোজ করে—
আজো মাঝে মাঝে রাত দুপুরের গাড়ী

এইখানে বাঁশী দেয়। রবীন্দ্রনাথের
গানে বাংলার কি হয়, কি ভাবে হৃদয়
ভাঙে, নড়ে ওঠে স্বপ্নের বোমারু, জোড়া
লাগে রুপালী দরোজা, অলৌকিক স্পর্শে
নতুন গর্ভের মতো ফুলে ওঠে পেট—
সে সব সংবাদ কারো অপেক্ষা রাখে না।
বাংলাকে নিজের তুমি করবার আগে,
লোকে বলে, হয়ে যাবে তুমি এ বাংলার।
খররৌদ্রে, অনশনে, বিপ্লবে, প্লাবনে,
সাপের আড়তে, নীল পাখীর চীৎকারে
লোকগুলো গলুয়ের চোখ হয়ে যায়।
আমি তো হই না। মহেশ্বর তামাকের
দাস। অবিশ্বাস যত বাড়ে, ক্রীতদাস
তত হয়ে যাই ফুল্ল ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়।

বহুদিন থেকে আমি লিখছি কবিতা;
হঠাৎ দেখতে পাই কালবৈশাখের
ঝড় ফেটে পড়ে তীব্র চাপা আর্তনাদে,
বাতাসের হাহাকারে, নৌকোয় নৌকোয়
দোলে, ডেমরায় শন্‌শন্‌ ঘোরে, ওঠে
সাঁকো শূন্যমার্গে, বিহ্বল ছাগল গাধা
উড়ে যায় গ্রামের মাথায়। গর্ভে গর্ভে
অজ্ঞাত শিশুর রোল শুনে পিতামহ
দ্রুত চড়ে মিনারে, মিনার ঈশ্বরের
পদাঘাতে পড়ে। যেন তীব্র বিস্ফোরণে
তৈলচিত্র ছিন্নভিন্ন হয়। শূন্য ফ্রেম
দোলে। শব্দের বিকৃত শব শুয়ে থাকে
শাদা কাফনের মতো পাতায় পাতায়।
আমি মুহূর্তে বিনাশ দেখি আমারই সে
নির্মিত গ্রামের। আমি কি করব শোক ?
জলমগ্ন যে কিশোর আমিও কি তার
সাথে পাল্টে নেবো জামা ? সুবোধ বেশ্যার
স্তনে দুধ টেনে রাত করব কাবার ?

শিশ্নের ফলায় আমি যোনিতে যোনিতে
লিখব কবিতা তবে ? সুরার ফেনায়
স্মৃতির জাহাজতল মেখে নেব আমি ?
অহো, ক্ষমা করে না প্রতিভা। একবার
যে কামড়, তার ক্ষত সারে না কখনো।
কতবার করেছি ওষুধ। বারবার
কত না দেয়াল, কত ইস্টিশান, কত
নীলঠাণ্ডা হোটেলের রিক্ত ঘর থেকে
বারান্দার ছোট ঘরে আবার ফিরেছি।
আবার নতুন প্রেম, নতুন পানীয়,
ভোজ ; টুলশপে কত না নতুন যন্ত্র-
দাঁত আমি আবিষ্কার করেছি বিস্ময়ে।
কিন্তু সেই লালক্ষত সারেনি আমার।
জ্যোৎস্নার আঙুলে চাঁদ চুলকে দিয়েছে তা
প্রতিভার পূর্ণিমাতে, কালীদহে ডুবে
মরেছে যে বধূ তার গলায় দেখেছি
জলের মুক্তার হার, আমি তার স্বামী
আজীবন বসে আছি পাষাণ পৈঠায়।

রাস্তায় বেরিয়ে আজ আমি দেখলাম
একটি নতুন পথ, ঝকঝকে পীচ,
মাঝখানে বেগুনি ফুল তার, শাড়িপাড়,
উঁচু কৃষ্ণচূড়া, একঝাঁক মেয়েদের
মতো হাসতে হাসতে ছুটে যাচ্ছে গাড়ী,
বিপণীফলক বাক্ বাকুম করছে,
স্বপ্নের তামাক যেন টেনেছে শহর।
এই পথের কি নাম ? আগে কোনদিন
দেখেছি কি দেখি নাই, মনে তো পড়ে না।
'ম্যান ইউ গট্‌টা গোও।' সকাল সাতটায়
আজ এই রাস্তা নেবো, সুমন্দ হাওয়ায়
হেঁটে যাব মেয়েদের স্রোতে। থেমে থেমে
পড়ব ফলক, উষ্ণ রংয়ে লেখা শব্দ,
পাবনার শাড়ি, চমচম, সর্ষে তেল,

বাজারের সেরা ক্রীম, নামী হাতঘড়ি,
ট্যাবলেট, সিরাপ, চা, টমাটো কেচাপ।
কে যেন কোথায় যাতে হাত দিচ্ছে তাই
সোনা হয়ে যাচ্ছে এই নতুন রাস্তায়।
তোমার কি মনে পড়ে ভোরে ফুলবাড়ী ?
পিতার আঙ্গুল ধরে কম্পিত মুঠোয়
নেমেছিলে এক্সপ্রেস থেকে। ঘোড়া দু'টো
ঘাড় তুলে দেখছিল, টক টক খুরে
বৃদ্ধেরা দেখেছে যায় চলচ্চিত্র সরে,
প্যাথে কাটা হচ্ছে লাল করমচা গাছ,
শেফালী হুমড়ি খায়, ব্যানার্জীরা যায়.
থেমে যায় মন্দ্রগান পটুয়াটুলীতে,
আর অলৌকিক জায়নামাজের মতো
কার শয্যা হুহু করে বেড়েই চলেছে,
তারা বুঝতে পারে না। ইসলামপুরে.
নাজিরাবাজারে আর সাতরওজায়,
নারিন্দায় বারান্দায় বসে অবেলার
তন্দ্রায় ঝিমোয় তারা, মাঝে মাঝে দেখে—
দোতলায় ও কাদের মেয়ে চুল বাঁধে ?
কার ট্রাঙ্ক নামে রোজ ঘোড়াগাড়ী থেকে ?
সন্ধ্যার আঁধারে কার ট্রাঙ্ক চলে যায় ?
ফুটপাথে বিক্রী হয় বাঁধানো 'প্রবাসী'।
ওড়ে চামচিকে। প্রতিদিন সূর্যোদয়ে
দুর্বোধ্য লিপিতে এক প্রস্তর-ফলক
দেখা যায় মোড়ে মোড়ে, রক্তিম ধূসর
পটে সোনালী অক্ষর। তুমি কি দেখনি ?
তুমি নীল সুটকেশে বয়ে এনেছিলে
কুড়িগ্রাম থেকে তার ক্রুদ্ধ ধরলার
একটি কল্লোল আর আকন্দের পাতা
আর শ্যামলের ছবি। তাই নিয়ে দিন
কেটে গেছে। বেলা গেছে। মাস বয়ে গেছে।
নতুন বন্ধুর খোঁজ সুসাধ্য ছিল না—
কারণ, তোমার এ কথা ছিল না জানা

তোমার মতই তাদেরও তোরঙ্গে আছে
অন্য কোনো নদীর কল্লোল, অন্য কোনো
শ্যামলের ছবি। আকন্দ সর্বত্র হয়।
সেই উদ্ভিদের রূপালী সবুজ ছিল
একমাত্র সাধারণ, আছে ও থাকবে,
তুমি জানতে না তাও। বন্ধুহীন তাই।
ক্রমে ক্রমে হয়ে গেছে নৈঃসঙ্গ সুহৃদ।
মাঝে মাঝে তোমার নিদ্রায় সেই সব
সোনালী অক্ষর স্বপ্নকে আচ্ছন্ন করে
রেখেছে আঁধারে। জাগরণে মনে নেই।
তারপর কত রাত গেছে স্বপ্নহীন।
আবার হঠাৎ ফিরে এসেছে সে লিপি
কোনো রাতে, মোড়ে মোড়ে প্রস্তর-ফলক।
সন্ধ্যায় বন্ধুর সাথে মদ্যপান করে
বেপাড়ায় যৌবনের রূপালী বমন—
সারারাত জয়েসের সাথে। একাকার
ডাবলিন ঢাকা। তারপর বারান্দার
ঘরে। আবার দুপুরে দেখা। কালোকফি।
মনে মনে ফুল দেয়া নেয়া। সিগারেট
আহার্যের স্বাদ নষ্ট করে নিয়মিত।
খণ্ডিত মৃত্যুর মতো ঘুম হয় রাতে।
কোনো কোনো রাতে অকস্মাৎ জেগে ওঠে
ঘুমের ঘেরুতে সেই প্রস্তর-ফলক।
গ্রামে কে থাকবে বলে ভদ্রাসন বিক্রী
করে ভাই। মন্ত্রীরা শপথ নেয় গাঢ়
স্বরে দরবার ঘরে, 'আমার সন্তান
যেন বাংলার শ্মশানে থাকে দুধে ভাতে।'
বন্ধুরা লন্ডন যাবে ফিরবে না বলে—
চড়া টাই, কড়া ইস্ত্রি, বিপ্লবী সংসদ।
তুমি ছবি অবিকল বুড়ো পিকাসোর
রাতের রাস্তায় একা তিনচক্ষু যুবা।
পুরানা পল্টনে সেই আদ্র' বাড়ীটার
ফুলের সুগন্ধ নাকে বিঁধে নিয়ে তুমি

হেঁটে যাও। রমণের লাল ইচ্ছা হয়,
দাঁতের শাঁড়াসী টেনে তুলতে চাও ঠোঁট,
কিন্তু সে চিঠিই লেখে, বাক্যে তার মন।
সংবাদপত্রের পাতা বিবৃতিতে ভরে।
অনিদ্রায় কত রাত যায়। অকস্মাৎ
অন্ধকার ফুঁড়ে ওঠে প্রস্তর-ফলক।
ত্রিকোণ অক্ষরগুলো ঝকঝক করে।
নিরালোকে আছড়ায় বাঘ। অতঃপর
বিয়ারের মাত্রা চড়ে। বই হয় বিজ্ঞ
পেঙ্গুয়িন। নিঃসঙ্গ গীর্জায় হাঁটু গেড়ে
প্রার্থনায় টি, এস, বসেন। নাজারীর
যুবক অধুনা বারে বিক্রী করে সুরা,
ভগ্নথাম দেয়ালে চিত্রিত। মহারাজ
ক্যামুকে খাজনা দাও সম্মানসুবাদে,
আর ক্লেদজ কুসুমে ক্রমে ভরে ওঠে
ত্রৈমাসিক কবিতার পাতা কলকাতায়।
বেনোজলে বুড়িচাঁদ। ঝিলমের জল
অপ্সরীর কেশদাম হয়ে ওঠে তীব্র
পাখসাটে। শ্রেণী ভাঙে। প্রতি নিরালোকে
আছড়ায় বিশাল বাঘ প্রত্যহ। চোখ
দু'টি জ্বলে তার ধ্বক ধ্বক। দক্ষ হতে
দ্যাখো তুমি নিসর্গের টেকনিকালার।
শব্দের প্রসব ব্যথা, অথচ অশ্রুত।
আত্মহত্যা করেছিল শ্যামলের বোন।
শূন্যে শূন্যে করতালি। হাসছে মেঘের।
এক অন্ধ নভোচারী ঘোরে কক্ষ-পথে।
ভিয়েনা মধ্যরাতে বক্তৃতায় সচকিত
ইউনো তখন। বাংলার যুবক ঘুমে,
জননী ও কবি, রামসাগরের জলে
ছলছল ঘুম একা দাঁড় বেয়ে যায়—
পদ্মার ইলিশ ঘুমে, কিশোরীর স্তন
ঘুমে পূর্ণিমার মত হতে চায়, দূরে
আমনের ধান মাথা নাড়ে। শ্রাবণের

মতো শোকে ডুবে যায় পাঁচালী, প্রতিমা।
তুমিও সরায়। অক্টোবরে কাঁদে দেশ।
সহসা তন্দ্রার নেভে অবেলায়। তুমি
স্বপ্নের বিভূতি দেহে, চন্দ্র শাদা-চুলে
ঊর্ধ্বনেত্র মহেশ্বর তামাক-প্রসাদে।
নিদ্রা যাও, তুমি তো জান না, সেই স্বর্ণ
অক্ষর খোদিত প্রস্তর-ফলকটিকে
উপাধান করে, গৌতম বুদ্ধের মতো
দক্ষিণ শয়নে।
সকালে উঠবে তুমি,
খাবে কালোকফি, আড্ডায় আবার যাবে।
রোজ যাকে দ্যাখো সে যখন এসে বলে,
'শোনো, আজ লিখেছি কবিতা।'--অবিকল
তাকে মনে হয় দলছুট নীলগাই
সারাদিন একা একা মালভূমি চষে
এখন দাঁড়িয়ে আছে তরঙ্গিত মেঘে
শিং তুলে। দুধশাদা কণ্ঠে সে ক্রমশঃ
নেভায় নিয়নগুলো, পৃথিবীকে দূরে
নিয়ে যায়, টেবিলের পরিসর বাড়ে।
মুখ তার বড় হতে হতে জীবনের
মতো হয়। হেথা নয়, হেথা নয় বাজে
সমস্ত সঙ্গীতে, সান্ধ্য বাতাসে বাতাসে।
কোথাও চন্দন পোড়ে। তখন উঠবে
তুমি, নিঃশব্দে পালাবে, সিগারেট ভুলে
রেখে যাবে। খালেদ খুঁজবে এসে, 'আছে
নাকি সুকুমার? অথবা সঞ্জীব দত্ত?'
'জানি না, দেখিনি।'
'বিশুদ্ধ সংখ্যার ছকে
খেলি আয় অস্তিত্বের খেলা।' কারা যেন
রাস্তা হাঁটে, অন্ধকারে হা হা করে হাসে।
ভাঙা তোরণের নীচে শহীদের কণ্ঠ
ফেরে, 'আজ মা গেলেন।'
'দামটা দেবেন?'

রাস্তায় ভূতের মতো প্রসারিত হাত
প্রহ্লাদের। শামসুর রাহমান ফিরে
একবার দেখবে তোমাকে। তারপর
হেঁটে হেঁটে নীলখুরে সংক্ষ্যধূলি তুলে
চলে যাবে চন্দ্রের শহরে। বাঘ, বাঘ।
একে একে সকলেই যাবে। শুধু তুমি
অলৌকিক বিদ্যুতে প্রহৃত, চেতনার
নীলাচলে অবসন্ন থাকবে দাঁড়িয়ে।

রোজ দাঁড়িয়ে থেকেছ। বিউটির মোড়ে,
গোবিন্দর বারান্দায়, কাসবার ভেজা
ফুটপাথে, নীলাচলে, অশ্রুর দেয়ালে,
ভিয়েতনামে, মুলারুজে, মিশৌরি জাহাজে·
সর্বত্র তোমার চিত্র শিলীভূত গতি;
পক্ষহীন উদ্যোগ, প্রতিভা, মৃত্যু, প্রেম
ও বিপ্লবে। মধ্যরাতে যখন শহরে
থেমে যায় যান, যন্ত্র, কবি ফিরে যায়,
লম্বমান হয় লোক, উদ্বেগের থাবা
যখন বিদ্যুৎ বেগে বসায় নখর
এবং বিস্তৃত হয় ছায়াপথ আরো,
তখন রাস্তায় নামে, নড়ে সকৌতুকে
দগ্ধ সিগারেট, ওড়ে সংসারের ছাই,
পিতার প্রসন্ন ছবি প্রকাণ্ড ব্যানার।
কোহিমায় বাঘ-চিহ্ন আঁকা করোটিতে
বাতাস বাজায় বাঁশী, পতাকা গড়ায়।
'হে পথিক, বোলো রক্ত দিয়েছি আমরা।'
'অনুপম শান্তি সমর্পণে।' বলতেন
পিতা। 'একসাথে থাকিস বাছারা।' চিঠি
আসে মার। নারিন্দার ব্রীজের তলায়
গলাকাটা ভাইটাকে রেখে শিবতোষ
চুঁচড়ায় গেছে। তার মন হু হু করে
লক্ষ্মীবাজারের মোড়ে শেফালির ঘ্রাণে।
আনাচে কানাচে মাঝে মাঝে স্তব্ধ রাতে

অভিগ্রস্ত তার পদশব্দ শোনা যায়।
প্রাণ পায় জড়গণ, সোল্লাসে শহর
ইজারা বসায়, তারা বলে, 'বেশ, বেশ,
মানুষেরা এই ছিল, এই তারা নেই,
নেই কেন ? নেই কোন কামাখ্যার গুণে ?'
সমূহ সংলাপ শুনে সাত তাড়াতাড়ি
পুরানা পল্টনে গেছ আদ্র' বাড়ীটার
দেয়াল পর্যন্ত তুমি, যাকে ভালবাসো
তার জানালায় অন্ধকার ছক দেখে
ফিরেছ আবার। স্টেডিয়ামে কিছুক্ষণ
দাঁড়িয়ে একাকী কাইয়ুমের সন্ধানে
গেছ মালিবাগে। অসমাপ্ত চিত্র তার
দিয়েছে আশ্রয়। দোমড়ানো টিউবের
মতো অবিরাম এপাশ ওপাশ করো
আর শব্দ সহজে আসে না। কণ্ঠস্বর
যথাযথ শব্দের সন্ধানে অবিরাম
নামে অন্তঃস্থলে, পরিণামে স্তব্ধতাই
বাক্য হয়। 'পটে ব্রাশে যদি পারতাম!'
বর্ণে বর্ণে যে হনন করে শূন্যতাকে
অসহ এ ভয়াবহ নাস্তি সে দেখেছে।
যেমন তুমিও। 'আমি যদি পারতাম!'

অকস্মাৎ ছাদে শ্রাবণের কাঠি পড়ে
যেন ঢাক বিসর্জনে বাজে ধরলায়—
ডোবে তোমার চিৎকার। মেঘেরা উদার
কণ্ঠে সারারাত গান গায়, গায়। জামা
পাজামায় লেগেছিল যে আগুন, নিভে
গেছে কিছুকাল পরে. সেই ক্ষণশোকে
শহরের গ্রিসারিণ সারারাত পথে
বয়ে যায়। সূর্য ওঠে সুপ্রসন্ন মুখে
যেন কাল হয়নি কিছুই। দালানের
মাথাগুলো টুপি পরে হাসে, পাখী ওড়ে
রূপালী চামচ কারো যাদুকরী হাতে,
আর তরুণীরা চুল বাঁধে রোদে, চাবি

ক্লিক ক্লিক তালা খোলে, সবুজ টোঁবলে
ডিমের কুসুম ভাসে যেন যমুনায়
রাধার যৌবন দু'টি, গাড়ী এসে ছোঁয়
ফুলবাড়ী, ঘুরে ঘুরে প্রফুল্ল ধাঙগড়
রাজপথ ঝাড়ু দিয়ে যায়। তুমি পথে।
ভোরের আঙগুল ধ'রে আবার শহরে।
দোকানের নাম পড়ে, বিজ্ঞাপন দেখে,
অলস রোদ্দুরে চলা, তোমার আস্তিনে
ডালপালা বাকলের সজল সুঘ্রাণ।
নেবে ঐ মেয়েটার পিছু ? চোখ কালো
চশমায় ঢাকা, নীল পাজামায় খেলা
করে একজোড়া হাঁস। নাকি এই দিকে
যাবে ? জানালায় দাঁড়িয়ে যে গোলমুখো
আছে গাল পেতে, পেটে শিশু, কিছুক্ষণ
দাঁড়িয়ে দেখবে তাকে ? দ্যাখো এক ঝাঁক
এদিকে কিশোরী আসে ইস্কুলের বাসে।
কাকে ফেলে কার পিছু নেবে ? তার চেয়ে
সিগারেট ভালো, ভালো দুধ রুটি মধু
আটটা তিরিশে। মহেশ্বর তামাকের
স্বাদ আরো ভালো। সবচেয়ে ভালো, নাম
উল্লেখিত হলে বন্ধুর প্রবন্ধে কোনো
কিছু না লিখেই—যেমন সম্প্রতি হয় !

বহুদিন থেকে আমি লিখি না কবিতা।
সোনালী অক্ষরগুলো কোনো কোনো রাতে
স্বপ্নে ফিরে আসে। নিরালোকে ক্রুদ্ধ বাঘ
বহুকাল আসে না আবার। মাঝে মাঝে
মনে হয় সরল প্রাঞ্জল সব, অনায়াসে
পড়ে নেয়া যায়, যেতে পারে, যদি আমি
মনোযোগী হই। আবার কখনো সেই
অক্ষরগুলোকে গ্রীক হয়ে যেতে দেখি,
আমাকে সাধে না। আমি ভুলে যেতে চাই
কিন্তু ভবি ভোলে না কিছুতে। বিপণীতে,

বারে, ছবিঘরে, ফুটপাথে, এরোপ্লেনে,
গেলাশে, বেশ্যার বুকে, যখন যেখানে—
পেছনে তাকালে যেন দেখা যাবে সেই
প্রস্তর-ফলক—সন্নত, গম্ভীর, ঋজু,
স্বর্ণময় আমার সিথানে। আমাকে সে
প্রত্যহ তাড়ায়। অন্তত এখন তাই
অনুমান করি, সমস্ত কিছুর মূলে
ছিল তার ছায়ার পাতন। ছিল বলে
মেরুদণ্ডে হিমবাহ বয়ে শহরের
বুকে উত্তর দক্ষিণ আমি খ্যাপা ট্রাক
বেড়িয়েছি ছুটে। স্বপ্ন ও বিভ্রম ছুঁয়ে
মেপেছি মুহূর্তগুলো পিসার গীর্জায়
অবিরাম। রাত্রি গেছে রমণে বমনে,
দিন বেড়ালের ঘুমে। একাকার হয়ে
গেছে ডাবলিন ঢাকা। পুরানা পল্টনে
উড়ে গেছি বারবার অ্যালবাট্রসের
বিশাল পাখায়। অকস্মাৎ অশ্বনাল
রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে কবিতার
জন্যে মন সারাদিন করেছে কেমন।

'ইউ আর স্যাড টুডে।' একদা কবিকে
চেনা যেত তার বেলোয়ারি বাবরিতে
এবং যক্ষ্মায়। সম্প্রতি সহজে কেউ
ও রোগে মরে না, চাঁদিতে মগজস্থ হয়
অ্যাটমিক ফলাউট আজ। 'বিষণ্নতা
আসন্ন টাকের।'
'কি যে ঠাট্টা কর তুমি।'
পরাজয়ে, পতনে, দুর্যোগে, পরিহাসই
আমাকে বাঁচায়। 'লোকালয়ে, যাদুঘরে,
শ্মশানে, বিপ্লবে, প্রেমে, কালীদহে যাব।
তুমি নেবে নাকি সাথে ? বলেছিলে নেবে।'
'আমি তোমাকে চিনি না।'

বিশ্বাস করি না

ক্লিবাসের হাড় জোড়া লাগে, প্রাণ পায়।
আবার সংসার হয়, সে আশা করি না।
পুরনো পাথর দিয়ে নতুন দালান
আমি নির্মাণ করি না। আমি নিরবধি
আগুনে পুড়তে দেখি রোম, হামাদান,
কিন্তু কোন জনপদ জমতে দেখি না।
শুধু আমি দেখি, পড়ে আছে তরবারী
বাতাসে, সুমহ ক্ষয়, ক্ষয়ে যেতে দেখি।
ঢেকে যায় আয়না লোভায়, দেয়ালের
চিত্র মোছে। যবনিকা, শুধু যবনিকা।
নিত্য বাজে বাঁশী আর পর্দা পড়ে যায়
আমার দক্ষিণে বামে সোনার বাংলায়।

বহুদিন থেকে আমি লিখি না কবিতা।
তামাক প্রত্যহ টানি, ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়
সময়ের অনুক্রম ভাঙে। পরিণামে
থাকে না সময়। জলমগ্ন মনে হয়
সব। শীতল নিস্তব্ধ জল, শুধু জল।
উদ্বেগ সহস্র থামে আকাশ ঠেকায়,
নক্ষত্রের পঙ্গপাল নষ্ট করে চোখ।

তবু আমি বারবার সাধবো কবিতা।
গ্রীষ্মের চাতালে, শীত রাত্রির পাথারে,
বিপন্ন বর্ষায়, প্রতি বসন্ত বিভ্রমে,
বিপুল শহরে আমি হেঁটে হেঁটে যাব
শব্দের প্রদীপ হাতে অক্লান্ত, নিয়ত।
আবার মৃত্যুকে নেবো, আবার জীবন।
প্রতিদিন জন্মদিন মৃত্যুতিথি হবে।
মরা বাঘ মানুষ মারে না। অতএব
মৃতকবি নিয়মিত নৈবেদ্য পাবেন,
জীবিত কবির বাসা হবে কারাগার।
আবার হারাবো আমি যাকে ভালবাসি,

ভদ্রাসন বেচে দেবে ভাই, ক্রীতদাস
হব তামাকের, বেশ্যার বাসরে যাব,
শ্বেতাংগ গৌরাংগ এসে আবার ইজারা
নেবে তালুকের, আমি আবার দেখব
বিচিত্র বীর্যের গূঢ় রসায়ন, কৃমি
আবার আমার শব করবে আহার,
আবার বিদ্যুতে আমি সহসা প্রহত
দাঁড়িয়ে থাকব মোড়ে, রাতে ছবি নিয়ে
আপন মিথুনে মেতে উঠবো আবার,
পরিমল শিবতোষ যাবে, মাঝরাতে
বাঁশী দেবে গাড়ী, বিধ্বস্ত ঠোঁটের ফাঁকে
সিগারেট চেপে আবার কিশোর কোনো
রাস্তায় দাঁড়াবে, প্রাক্তন বিপ্লবী নেতা
চাকুরী নেবেন, বাংলার রাজস্ব যাবে
আবার বিদ্রোহী তারা ফুটবে স্বদেশে,
পাজামার ছাঁট বদলাবে, বড় হবে
কিশোরীর স্তন, মৃদু শেফালির ঘ্রাণে
চুঁচুড়ায় আসবে না ঘুম, করোটিতে
কারো বাতাস বাজাবে বাঁশী, শূন্যমার্গে
উড়ে যাবে সাঁকো, কত কাল লিখব না,
আবার উঠব জেগে থরথরে চর
হয়ে তোমার পদ্মায়। পিঙ্গল জটায়
স্রোতের প্রপাত নিয়ে হেঁটে যাবো আমি
স্মৃতির সাগরে। জন্মে জন্মে বারবার
কবি হয়ে ফিরে আসব আমি বাংলায়।।

রচনাকাল

বৈশাখ ১৩৭৬